তারিখ : 04 APR 2016
পৃষ্ঠা : 2 কলাম : 2

যুগান্তর

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বিভিন্ন স্থানে গতবারের প্রশ্নে এইচএসসি পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন স্থানে ২০১৫ সালের এমসিকিউ (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে এবারের এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিক্ষকরা অসতর্কতাবশত আগের বছরের প্রশ্ন বিতরণ করেন। বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে নেয়ার পরও শিক্ষকরা কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেননি। কোথাও কোথাও নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে অনিয়মিত ছাত্রদের প্রশ্নপত্রে। এ ঘটনায় দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। বগুড়া ব্যুরো জানায়, সারিয়াকান্দির আবদুল মান্নান মহিলা কলেজ কেন্দ্রে রোববার গত বছরের প্রশ্ন দিয়ে এমসিকিউ পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অন্তত ২০ পরীক্ষার্থী এ ঘটনার শিকার হয়েছে। পরীক্ষার্থী আবু নাসের, ইমরান, তাসলিমা, ঈশিতা প্রমুখ জানায়, প্রশ্ন হাতে-পেয়ে তারা তড়িঘড়ি পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার পর দেখে যে তা আগের বছরের সিলেবাসের প্রশ্ন। এ ঘটনায় পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। এ বিষয়ে কেন্দ্র সচিব অধ্যক্ষ শাহ আলম জানান, ভুল প্রশ্ন বিতরণের পর শিক্ষার্থীরা তা জানায়। পরে অনেকের প্রশ্ন ফেরত নিয়ে নতুন প্রশ্ন দেয়া হয়। কিন্তু কেউ কেউ তা ফেরত দেয়নি। তবে যারা এ ঘটনার শিকার হয়েছে, তাদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি বোর্ডকে জানানো হয়েছে।

ফুলপুর প্রতিনিধি জানান, ফুলপুর মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ৪৬ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গত বছরের এমসিকিউ প্রশ্নে নেয়া হয়েছে। কেন্দে র ৮নং কক্ষে ২০১৬ সিলেবাসের পরিবর্তে ভুলক্রমে ২০১৫ সালের সিলেবাসের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। পরে কেন্দ্র সচিব এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। ফুলপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কেন্দ্র সচিব রওশন আরা বেগম বলেন, 'আমাদের ভুলের জন্য এ ঘটনা ঘটেছে। যা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বুঝতে পারলে সংশোধন করা যেত। বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি উত্তরপত্রগুলো আলাদা পাঠাতে বলেছেন। পরীক্ষার্থীদের তেমন ক্ষতি হবে না। এ ঘটনার জন্য কেন্দ্র পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

দেওয়ানগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, দেওয়ানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩টি কক্ষে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের অনিয়মিত ছাত্রদের প্রশ্ন বিতরণ করা হয়। এ ঘটনার শিকার ৮৩ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থী জাহাঙ্গীর, রফিকসহ অনেকে জানান, প্রশ্ন হাতে পেয়েই তারা ভুলের বিষয়টি কেন্দ্র সচিবকে জানিয়েছিলেন। কেন্দ্র সচিব পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'পরীক্ষা দাও নম্বর দেয়া হবে।' একথা শুনে পরীক্ষার্থীরা সবাই হাততালি দেয়। পরীক্ষা শেষে ছাত্ররা নম্বর পাওয়া যাবে না জানতে পেরে কেন্দ্রে বিক্ষোভ করে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব একেএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ সুরুজ্জামান তালুকদার বলেন, কেন্দ্র সুপারভাইজারের ভুলের কারণেই এমন ঘটনা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা যাতে সঠিক নাম্বার পায় সেজন্যে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা হয়েছে।